বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৭

তারিখ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ / ০১ আশ্বিন ১৪৩২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

<u>ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায় ও আর্থিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনের লক্ষ্যে নীতি সহায়তা প্রদান প্রসঙ্গে</u>

আগস্ট'২০২৪ এর পট পরিবর্তনের পূর্ববর্তী সময়ে দেশের বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী অনেক ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে স্বাভাবিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়ে ঋণ বা ঋণের কিস্তি পরিশোধে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন। এ সকল ঋণগ্রহীতাদের কেউ কেউ ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং ও আনুষঙ্গিক সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় ব্যবসায়/উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে সক্ষম হননি। ফলে, ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণহিসাব বিরূপমানে শ্রেণিকৃত হওয়ায় ব্যাংকের ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রমেও বিরূপ প্রভাব পড়ছে, যা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতের আর্থিক কাঠামোকে ঝুঁকির সম্মুখীন করছে। এতদ্‌প্রেক্ষিতে, ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠন, ব্যাংকিং খাতে কাঙ্ক্ষিত গতি ফিরিয়ে আনা এবং দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় উল্লিখিত কারণে সম্ভাবনাময় কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ব্যবসা ও আর্থিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনপূর্বক সচল ও লাভজনক পর্যায়ে উন্নীত করার মাধ্যমে ব্যাংকের ঋণ আদায় নিশ্চিতকল্পে নীতি সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নীতি সহায়তা প্রাপ্তির বিস্তারিত প্রক্রিয়া নিম্নে বর্ণিত হলো:

২। **নীতি সহায়তা প্রাপ্তির যোগ্যতা:**

২.১। নিম্নে বর্ণিত কারণে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান যারা আর্থিকভাবে ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে বলে প্রতীয়মান হয় তাদেরকে এ সার্কুলারের ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নীতি সহায়তা প্রদান করা যাবে:

ক) বিগত সময়ে ঋণ এবং ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং ও আনুষঙ্গিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত এবং অব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে (যেমন: দৃষ্টিভঙ্গিজনিত বৈষম্যের শিকার হওয়া ও প্রতিশ্রুত ইউটিলিটি সংযোগ/সরবরাহ না পাওয়া ইত্যাদি) ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান এবং সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান;

খ) বিবিধ কারণে বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্নতা থেকে সৃষ্ট অভিঘাত ও বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার অপ্রত্যাশিত বিনিময় হারজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান।

২.২। নীতি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে ইতঃপূর্বে ঋণ পুনঃতফসিলিকরণ, পুনর্গঠন ইত্যাদি কোনরূপ নীতি সহায়তা প্রাপ্ত হননি এরূপ ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানসমূহ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে।

২.৩। ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাকে নীতি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত যোগ্যতার বিষয়টিসহ নীতি সহায়তার প্রস্তাবিত মেয়াদে সম্ভাব্য ঋণ পরিশোধ সক্ষমতার বিষয়টি ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগ এর মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। তাছাড়া, ব্যাংক প্রয়োজনবোধে এ বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক তালিকাভুক্ত নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও যাচাই করতে পারবে।

৩। **নীতি সহায়তার প্রকৃতি:**

অনুচ্ছেদ ২ এ বর্ণিত কারণে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার অনুকূলে নীতি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নিয়মাবলী অনুসৃত হবে:

৩.১। বিশেষ পুনঃতফসিলজনিত সুবিধা:

ক) ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে বিরূপমানে (SS, DF, B/L) শ্রেণিকৃত ঋণসমূহ উক্ত ঋণের পরিমাণ বিবেচনায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ০২ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১০(দশ) বছর মেয়াদে পুনঃতফসিল করা যাবে;

খ) পুনঃতফসিলের আবেদন বিবেচনার ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা হতে বিদ্যমান ঋণস্থিতির ন্যূনতম ২% ডাউনপেমেন্ট নগদে গ্রহণ করতে হবে। বিশেষ ঋণ পুনঃতফসিলের আবেদনপত্র দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ে পরিশোধিত ঋণের কিস্তি বা এর অংশ বিশেষ ডাউনপেমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না;

গ) ইতঃপূর্বে তিন বা ততোধিক পুনঃতফসিল করা হলে ৩.১(খ) নং ক্রমিকে উল্লিখিত হারের অতিরিক্ত ১% ডাউনপেমেন্ট আদায় করতে হবে;

ঘ) এ সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে গ্রাহকভেদে ব্যাংক কর্তৃক ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে একটি Preferential সুদ হার (সুদ হার নীতিমালা মোতাবেক সংশ্লিষ্ট খাতে প্রদেয় সর্বনিম্ন সুদহার অপেক্ষা ১ শতাংশ কম) নির্ধারণ করা যাবে;

ঙ) বিশেষ পুনঃতফসিলকৃত ঋণের কিস্তি ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক সমকিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। তবে, গ্রেস পিরিয়ড চলাকালীন আরোপিত সুদ ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বা আংশিক আদায় করা যাবে;

চ) বিশেষ পুনঃতফসিল সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণসমূহ এসএমএ (SMA) মানে শ্রেণিকৃত করতে হবে এবং তদানুযায়ী ঋণের বিপরীতে যথানিয়মে সাধারণ প্রভিশন (General Provision) সংরক্ষণ করতে হবে। এতদ্ব্যতীত, প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে পুনঃতফসিলকৃত ঋণ হিসাবের বিপরীতে ইতঃপূর্বে সংরক্ষিত স্পেসিফিক প্রভিশন (Specific Provision) ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না। তবে তা সাধারণ প্রভিশন সংরক্ষণের নিমিত্ত স্থানান্তর করা যাবে;

ছ) বিশেষ পুনঃতফসিল সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণ হিসাবের বিপরীতে স্থগিত সুদ হিসাবে রক্ষিত সুদ এবং পুনঃতফসিল পরবর্তী আরোপিত সুদ প্রকৃত আদায় ব্যতিরেকে ব্যাংকের আয় খাতে স্থানান্তর করা যাবে না;

জ) ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পরিশোধসূচি মোতাবেক ০৩ (তিন)-টি মাসিক কিস্তি অথবা ০১ (এক)-টি ত্রৈমাসিক কিস্তি পরিশোধে ঋণগ্রহীতা ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ঋণহিসাব ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫/২০২৪ অনুযায়ী শ্রেণিকরণ করতে হবে;

ঝ) ঋণগ্রহীতা কর্তৃক Compromised amount প্রদান ব্যতিরেকে উক্ত ঋণগ্রহীতাকে নতুন ঋণ সুবিধা প্রদান বা বিদ্যমান ঋণসীমা বৃদ্ধি করা যাবে। তবে, নতুন ঋণ মঞ্জুরী বা ঋণসীমা বৃদ্ধির পূর্বে গ্রাহকের অতীত লেনদেনসহ সার্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে;

ঞ) এ নীতিমালার আওতায় প্রদত্ত বিশেষ পুনঃতফসিল বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬/২০২২ এর আওতায় পুনঃতফসিলের ক্রমভুক্ত হবে না;

ট) বিশেষ পুনঃতফসিল সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬/২০২২ ও এর অনুবৃত্তিক্রমে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে।

৩.২। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারজনিত ক্ষতির প্রেক্ষিতে নীতি সহায়তা:

ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানির নিমিত্ত জানুয়ারি-ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে স্থাপিত এবং/অথবা নিষ্পত্তিকৃত ইউজেন্স ঋণপত্রের (Deferred L/C, UPAS L/C) ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার অপ্রত্যাশিত বিনিময় হারজনিত ক্ষতির মোট পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫০/২০২৪ এর মাধ্যমে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক হিসাবায়ন করবে;

খ) উক্ত সার্কুলার লেটারের ২(গ) এ উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা প্রদান করা যাবে। তাছাড়া, বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-৫০/২০২৪ এর অন্যান্য নির্দেশনা অপরিবর্তিত থাকবে।

৩.৩। বিশেষ পুনর্গঠনজনিত সুবিধা:

ক) ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে অশ্রেণিকৃত মেয়াদী ঋণসমূহ (ইতঃপূর্বে পুনঃতফসিলকৃত ঋণসহ) উক্ত ঋণের পরিমাণ বিবেচনায় ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬/২০২২ এর অনুচ্ছেদ নং ৬(১) এ বর্ণিত মেয়াদের অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বছর মেয়াদ নির্ধারণকরত পুনর্গঠন করা যাবে;

খ) ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মাসিক অথবা ত্রৈমাসিক সমকিস্তি নির্ধারণ করতে হবে;

গ) বিশেষ পুনর্গঠন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৬/২০২২ ও এর অনুবৃত্তিক্রমে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে।

৩.৪। বিশেষ এক্সিটজনিত সুবিধা:

ক) বিশেষ এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৩/২০২৪ এ বর্ণিত হারে ডাউনপেমেন্ট গ্রহণপূর্বক উক্ত সার্কুলারে বর্ণিত মেয়াদের অতিরিক্ত ০১ (এক) বছর সময় প্রদান করা যাবে;

খ) নিয়মিত ঋণকে বিশেষ এক্সিট প্রদানের ক্ষেত্রে এক্সিট চলাকালীন আরোপিত সুদ ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বা আংশিক আদায় করা যাবে;

গ) এক্সিট সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারে বর্ণিত নির্দেশনা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৩/২০২৪ ও এর অনুবৃত্তিক্রমে জারিকৃত নির্দেশনাসমূহ অনুসরণীয় হবে।

৪। আবেদনের প্রক্রিয়া ও অযোগ্যতা:

ক) এ সার্কুলারের আওতায় নীতি সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আগামী **৩১** ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক বরাবর আবেদন করতে হবে;

খ) আবেদন গ্রহণের তারিখ হতে পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ব্যাংক কর্তৃক তা নিষ্পত্তি করতে হবে। নীতি সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট চেক বা অন্য কোনো ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হলে তা নগদায়নের পর হতে বর্ণিত ০৬ (ছয়) মাস গণনা করতে হবে। তবে, ডাউন পেমেন্টের অর্থ ব্যাংকের অনুকূলে নগদায়নের পূর্বে নীতি সহায়তার আবেদন কার্যকর করা যাবে না;

গ) ব্যাংক কর্তৃক নীতি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে অনাপত্তি গ্রহণ করতে হবে না। তবে এ বিষয়ে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

ঘ) একাধিক ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণের বিপরীতে নীতি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক বা সকলের সম্মতিতে ঋণদানকারী যে কোন ব্যাংক নীতি সহায়তা প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ ও সভার আয়োজনকরত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে, অন্যান্য ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকসমূহ Lead ব্যাংক-কে যৌক্তিক ও অর্থপূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবে;

ঙ) ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা বা তদূর্ধ্ব ঋণস্থিতিসম্পন্ন ঋণগ্রহীতাকে নীতি সহায়তা প্রদানের বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব না হলে আন্তঃব্যাংক সভার কার্যবিবরণী/পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনসহ ‘‘ব্যবসা ও আর্থিক ব্যবস্থাদি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে গঠিত নীতি সহায়তা সংক্রান্ত বাছাই কমিটি” বরাবর আবেদন প্রেরণ করতে হবে;

চ) জাল-জালিয়াতি বা অন্য কোন ধরনের প্রতারণা/অনিয়মের মাধ্যমে সৃষ্ট ঋণের ক্ষেত্রে এ সার্কুলারে বর্ণিত সুবিধা প্রদান করা যাবে না;

ছ) ব্যাংক কর্তৃক চূড়ান্তভাবে ঘোষিত ইচ্ছাকৃত খেলাপী ঋণগ্রহীতা এ সার্কুলারে বর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্য হবে না।

৫। অন্যান্য নির্দেশনা:

ক) প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতার ক্ষতির পরিমাণ এবং প্রতিষ্ঠানের ঘুরে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাকে যথাযথভাবে বিবেচনায় নিয়ে পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন/এক্সিটের মেয়াদকাল নির্ধারণ করতে হবে। মেয়াদকাল নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থাপিত স্মারকে এবং সভার কার্যবিবরণীতে সুস্পষ্ট কারণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

খ) ব্যাংক কর্তৃক ঋণগ্রহীতার অনুকূলে এ সার্কুলারের আওতায় সুবিধা প্রদানের তারিখ হতে ৯০(নব্বই) দিনের মধ্যে ব্যাংক ও গ্রাহক সোলেনামার মাধ্যমে চলমান মামলার কার্যক্রম স্থগিতের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে কোন গ্রাহক প্রদত্ত সুবিধার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার অনুকূলে প্রদত্ত সকল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ব্যাংক কর্তৃক ঋণ আদায়ের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

গ) এ সার্কুলারের আওতায় বিশেষ পুনঃতফসিলকৃত (বিনিময় হারজনিত ক্ষতির প্রেক্ষিতে প্রদত্ত নীতি সহায়তাসহ), পুনর্গঠন এবং এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত ঋণসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সিআইবিতে যথাক্রমে Special RSDL, Special RSTR এবং Special Exit হিসেবে রিপোর্ট করতে হবে;

ঘ) সংশ্লিষ্ট ঋণসমূহ সিএল-৪ এ রিপোর্ট করতে হবে এবং সিএল-৪ এর ৬নং কলামে বিশেষ পুনঃতফসিলকৃত (বিনিময় হারজনিত ক্ষতির প্রেক্ষিতে প্রদত্ত নীতি সহায়তাসহ), পুনর্গঠন ও এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত ঋণসমূহ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত যথাক্রমে Special RSDL, Special RSTR এবং Special Exit হিসেবে উল্লেখ করতে হবে;

ঙ) ব্যাংক কর্তৃক এ সার্কুলারের আওতায় প্রদত্ত নীতি সহায়তা সংক্রান্ত তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিবরণী আকারে (সংযোজনী-'ক' মোতাবেক) প্রতি ত্রৈমাস অন্তে পরবর্তী মাসের ১৫ (পনেরো) তারিখের মধ্যে ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ (ডিভিশন-১) এর নিকট দাখিল করতে হবে এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদিসহ হালনাগাদ বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন দলের চাহিদা মোতাবেক উপস্থাপনের নিমিত্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

৬। এ নীতিমালা অনুসরণপূর্বক কোন ব্যাংক-কোম্পানীর পরিচালক এবং তার পরিবারের সদস্যবর্গ বা পরিচালকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত ঋণের বিপরীতে নীতি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ধারা নং-২৮ এ বর্ণিত সুদ বা মুনাফা মওকুফের উপর বাধা-নিষেধ সংক্রান্ত বিধান পরিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

৭। কোনো ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কোনো ব্যাংক কোম্পানীর পরিচালক হিসেবে ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১৭ ধারায় অভিযুক্ত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বর্ণিত আইনের ১৭(৫) ধারা পরিপালনীয় হবে।

৮। ইসলামী শরীয়াহ্ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহ উপরোক্ত নীতিমালা অনুসরণপূর্বক তাদের বিনিয়োগের বিপরীতে নীতি সহায়তা প্রদান করতে পারবে।

৯। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৯(১)(চ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো, যা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ বায়েজীদ সরকার)
পরিচালক (বিআরপিডি)
ফোন: ৯৫৩০২৫২

সংযোজনী-‘ক’

ব্যাংকের নামঃ

নীতি সহায়তা সংক্রান্ত ------------------ তারিখ ভিত্তিক বিবরণী

(ক) ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত নীতি সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যাদি:

(কোটি টাকায়)

নীতি সহায়তাপ্রাপ্ত মোট ঋণ	মোট বিশেষ পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমাণ	সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে বিশেষ পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমাণ	বিনিময় হার জনিত ক্ষতির প্রেক্ষিতে প্রদত্ত নীতি সহায়তার পরিমাণ	সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে বিনিময় হার জনিত ক্ষতির প্রেক্ষিতে প্রদত্ত নীতি সহায়তার পরিমাণ	মোট বিশেষ পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে বিশেষ পুনর্গঠিত ঋণের পরিমাণ	মোট বিশেষ এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ	সর্বশেষ ত্রৈমাসিকে বিশেষ এক্সিট সুবিধাপ্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)

(খ) ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক বিশেষ পুনঃতফসিলকৃত, এক্সিট সুবিধা প্রাপ্ত ও বিনিময় হার জনিত ক্ষতির প্রেক্ষিতে প্রদত্ত নীতি সহায়তা সম্পর্কিত তথ্যাদি:

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের TIN[1] এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে BIN[2]	মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	মোট শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ	নীতি সহায়তার প্রকৃতি (পুনঃতফসিল/এক্সিট/ বিনিময় হার জনিত ক্ষতির প্রেক্ষিতে প্রদত্ত নীতি সহায়তা)	পুনঃতফসিলকৃত অথবা এক্সিটকৃত ঋণ স্থিতির অথবা বিনিময় হার জনিত ক্ষতির প্রেক্ষিতে প্রদত্ত নীতি সহায়তার পরিমাণ	প্রদত্ত মেয়াদকাল	মঞ্জুরীকালীন ঋণের প্রকৃতি (চলমান, তলবী, মেয়াদী ইত্যাদি)	ডাউনপেমেন্ট হিসেবে প্রদানকৃত অর্থ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		মন্তব্য
									পরিমাণ	শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)
১											
২											

[1]TIN - Tax Identification Number, [2]BIN - Business Identification Number

(গ) ঋণগ্রহীতা ভিত্তিক বিশেষ পুনর্গঠিত ঋণ সম্পর্কিত তথ্যাদি:

(কোটি টাকায়)

ক্রম	ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের **Tax Identification Number (TIN)**	মোট ঋণ স্থিতির পরিমাণ	বিদ্যমান ঋণের অবশিষ্ট মেয়াদকাল	পুনর্গঠিত ঋণ স্থিতির পরিমাণ	পুনর্গঠিত ঋণের মেয়াদকাল	ডাউনপেমেন্ট হিসেবে আদায়কৃত অর্থ (যদি থাকে)		মন্তব্য
							পরিমাণ	শতকরা হার	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
১									
২									

স্বাক্ষর
(নাম ও পদবী)

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম ও পদবী:
অফিস ফোন নং:
মোবাইল ফোন নং:
ই-মেইল: